মুজিবনগরে বাগানের মধ্যে দিয়ে ট্রলি নিয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় বাগান মালিককে কুপিয়ে জখম

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুরে নিজস্ব লিচু বাগানের ক্ষতি করে ভিতর দিয়ে ট্রলি নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাগান মালিক ও ব্যাবসায়ী জিয়াউর রহমান মোল্লা নামের একজনকে কুপিয়ে জখম করেছে শিবপুর গ্রামের মুজিবর রহমান ও তাঁর লোকজন ।আহত জিয়াউর রহমান মোল্লা ভবানীপুর গ্রামের মৃত আহসান আলী মোল্লার ছেলে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে বাগান মালিক জিয়াউর রহমান মোল্লার নিজস্ব কাঁচামাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোল্লা ট্রেডার্সের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত জিয়াউর রহমান মোল্লা জানান প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও তিনি তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মোল্লা ট্রেডার্সে বসে ছিলেন কিন্তু হঠাৎ করে আচমকা শিবপুর গ্রামের রহমত আলীর ছেলে মজিবার ও আজাদের ছেলে হালিম এবং মতি গাজির ছেলে ফয়সাল সঙ্গীয় লাঠিয়াল বাহিনী দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাকে মারপিট করে এবং কুপিয়ে জখম করে আমার কাছ থাকা ২৫ হাজার ১০০ টাকা ছিনতায় করে নিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত জিয়াউর রহমানের বড় ভাই হালিম মোল্লা জানান, খবর পেয়ে আমি সহ আশে পাশের লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখি আমার ভাই জিয়াউর রহমান পড়ে আছে আমি স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসি এবং তার চিকিৎসা করি।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, জিয়াউর রহমান মোল্লার হাত কেটে যাওয়ায় ছয়টি সেলায় দেওয়া হয়েছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিবপুর গ্রামের মতি গাজীর ছেলে ফয়সাল হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা কচুর ব্যবসা করি। জিয়া মোল্লার বাগানের আইল দিয়ে ট্রলি যাওয়া আসা করে। ঘটনার দিন ট্রলি দিয়ে কচু আনতে যাওয়ার সময় জিয়া মোল্লা টলির চাকা এবং বেল্ট ধারালো

অস্ত্র দিয়ে কেটে দেয়। আমরা এ বিষয়ে তার কাছে জানতে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের মারতে আসে এ সময় দুপক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে স্থানীয়রা এসে দুই পক্ষকে সরিয়ে দেয়। এ সময় আমরা চলে আসি। জিয়া মোল্লা আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে যে হাতে কোপ মেরে কেটে দেওয়া হয়েছে এবং টাকা ছিনতাই করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট এরকম কোন ঘটনা সেখানে ঘটেনি। সে নিজেই নিজের হাত কেটে আমাদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে চাচ্ছে।

হামলার ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেলের বলেন,বিষয়টি শুনেছি এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।এখনো কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।